

হুতোম প্যাঁচার নকশা।



Pradip Kumar Basak
pradipbasak.teacher@gmail.com
www.facebook.com/sitihass2016

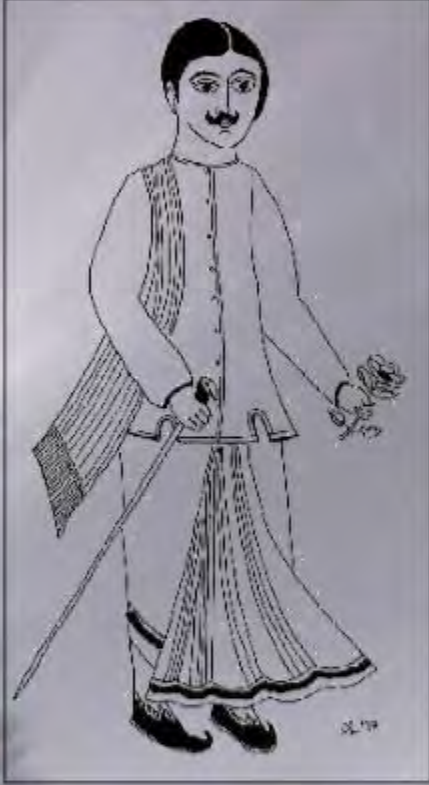


প্রদীপ কুমার বসাক
সহঃ শিক্ষক-সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ
নবপল্লী, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
কলিকাতা-৭০০১২৬।

হুতোম প্যাঁচার নকশা।



Pradip Kumar Basak
pradipbasak.niches@gmail.com
www.facebook.com/citihsa2016



উনিশ শতকে বাঙালী সমাজে ও ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের স্ববিরোধ এবং ভদ্ভ লোকাচারকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করে বহু প্রহসন ও নকশা লেখা হয়েছিল এবং প্রকাশিত হয়েছিল। হুতোম প্যাঁচার নকশার মতো কোন নকশা এত জনপ্রিয় হতে পারেনি। নকশা শব্দটি কালীপ্রসন্ন জনপ্রিয় করলেও এটির প্রথম নিদর্শন পাওয়া সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান'(১৮২১ খ্রিঃ)এ। ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' এবং 'নববাবু বিলাস' ছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য নকশা।

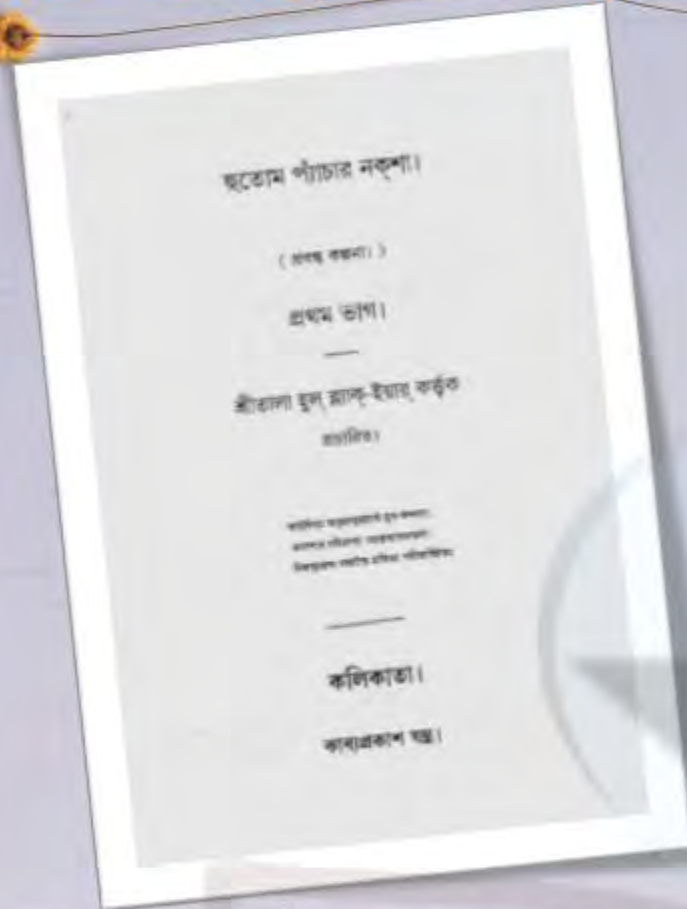
এখন প্রশ্ন হলো নকশা কি? নকশা হলো হাস্যরস পরিপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা যার মাধ্যমে সামাজিক অনাচার, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রুপ করা হতো এবং সামাজিক দোষ দূর করতে শিক্ষাদান করা হতো। নকশা প্রধানত আকৃতিতে হয় নাতিদীর্ঘ, ভাষা হয় লঘু এবং ইস্তিতপূর্ণ।



হুতোম প্যাঁচার নকশা।



Pradip Kumar Basak
pradipbasak_teaches@gmail.com
www.facebook.com/silhas2016



হুতোম প্যাঁচার নকশা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনুমানিক ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। তাতে ছিল একটি মাত্র নকশা 'চড়ক'। এর সঙ্গে আরও নকশা যোগ করে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (প্রথম ভাগ)। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দুটি ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়।



হুতোম প্যাঁচার নকশা।



হুতোম বলতে ঠিক কাকে বোঝানো হয়েছে সে নিয়ে বিতর্ক আছে।অনেকে মনে করতেন কালীপ্রসন্নের লিপিকার ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পারিষদ নবীন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম ছিল হুতোম প্যাঁচ।তবে অধিকাংশ গবেষক এমনকি 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থের রচয়িতা অরুণ নাগ মনে করেন 'হুতোম প্যাঁচ' আদতে কালীপ্রসন্ন সিংহ।

এখন প্রশ্ন হলো কালীপ্রসন্ন কেন 'হুতোম প্যাঁচ' ছদ্মনাম ধারণ করলেন।কালীপ্রসন্ন তার কলম শানিয়েছিলেন সমাজের ওপরতলার ক্ষমতামালী মানুষদের উদ্দেশ্যে সেক্ষেত্রে নিজের নাম ব্যবহার করলে সরাসরি বা আইনগত আক্রমণের মুখে পড়তে হতো। তাছাড়া ছদ্মনাম ব্যবহার ছিল সেই সময়ের প্রচলিত ধারা।পশুপাখিদের মধ্যে প্যাঁচার বিচক্ষণতা নিয়ে দেশী-বিদেশী বহু গল্প আছে।নিশাচর বলে প্যাঁচা সকলের গোপন কীর্তি জানতে পারে।



হতোম প্যাঁচার নকশা।

হতোম প্যাঁচার নকশায় 'হজুগ' এবং 'কেচ্ছা' মিলেমিশে রয়েছে। হতোম অনেকক্ষেত্রে সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে সাহিত্যরচনা চেয়েছেন, বহুজন-জুগাত, শোরগোল জাগানো যে কোনও বিষয়ই তার কাছে হজুক। কেচ্ছা হচ্ছে কিসসা=কাহিনী এবং কুৎসার মিলিত রূপ। তৎকালীন সমাজে মুদ্রিতকারে যে সব কুৎসা বা কেচ্ছা প্রকাশিত হতো তার সঙ্গে হতোমি কেচ্ছার বিস্তর ফারাক ছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য যিনি 'সংবাদ ভাস্কর' এর মতো নামকরা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি একই সঙ্গে 'সংবাদ রসরাজ' এর মতো অশ্লীল কুৎসা পত্রিকা চালিয়েছিলেন প্রায় আঠারো বছর। অন্যদিকে 'পাষও পীড়ন' এর সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত কবি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। অনেকের মতে হতোমের নকশার ওপর টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এর প্রভাব ছিল। আবার কেউ কেউ চার্লস ডিকেন্সের 'Sketches by Boz' জাতীয় রচনার প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন।



প্যারীচাঁদ মিত্র

হুতোম প্যাঁচার নকশা।



Pradip Kumar Basak
pradipbasak_teaches@gmail.com
www.facebook.com/citihaa2016

হুতোমের নকশায় উনিশ শতক, কলকাতা এবং বাঙালীয়ানা তিনটিই অপরিহার্য চরিত্রলক্ষণ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাঙালীয়ানা। তৎকালীন শহরে বাঙালীর আচরণ, মানসিকতা, ভাষাকে কালীপ্রসন্ন হাজির করেছেন অন্তরঙ্গ কথকতার ভঙ্গিতে।

হুতোম তার রচনায় মূলত তিনটি শ্রেণীকে বিদ্রূপ করেছে

- ১। সাহেবি ওল্ড-ইংরেজি শিক্ষিত সাহেবি চালচলনের অন্ধ অনুকরণকারী।
- ২। নিউ-ইংরেজি শিক্ষিত নব্য-পন্থী যারা সাহেবি চালচলনে অনুকরণকারী নয়।
- ৩। থাস হিন্দু-ইংরেজি না জানা গোঁড়া হিন্দুসমাজ।



হুতোম প্যাঁচার নকশা।



হুতোমের আক্রমণের মূল লক্ষ্য সমাজের ওপরতলার বড়মানুষেরা। ভবানীচরনের মতে কলকাতার হঠাৎ বড়মানুষেরা ছিলেন চার প্রকার-দালাল, দাদনি, বেনিয়ান ও দেওয়ান। হুতোমের অধিকাংশ নকশার উদ্দেশ্য ছিল একটাই উদ্দিষ্টকে হীন, নীচ প্রতিপন্ন করা, অপমান করা, হাস্যোৎসাদ করা। হুতোম যাদের ব্যঙ্গ করেছেন তারা সবাই শ্রেণীর, কেউই নিতান্ত সাধারণ বা অপরিচিত মানুষ নন। নকশায় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত যেমন কালিদাস, কুতিবাস, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। হুতোম অনেক প্রতিষ্ঠিত ওপরতলার মানুষের 'গুণ বর্ণনা'র ক্ষেত্রে ছদ্মনাম দিয়েছিলেন খুব সম্ভবত আইনের থেকে বাঁচতে। এই রকম সাতজন বাস্তব চরিত্র পাওয়া যায় যেমন-বাগস্বর মিত্র, প্যালানাথ বাবু, পদ্মলোচন দত্ত, ছুঁচো শীল, পেঁচো মল্লিক, রাজা অঞ্জনা দেব বাহাদুর ও বর্ধমানের হুজুর আলী। বাগস্বর মিত্র সম্ভবত দিগস্বর মিত্র, পেঁচো মল্লিক সম্ভবত হলধর মল্লিক, ছুঁচো শীল সম্ভবত মতিলাল শীল। হুতোম একমাত্র 'স্নানযাত্রা' ছাড়া কোথাও 'বর্তমানকে' নকশার বিষয় করেননি। খোঁচা দেবার জন্য তিনি অতীত কেছাকে বেশি পছন্দ করতেন। হুতোম কোন ঘটনা বা ব্যক্তিকে খণ্ডিত রূপে উপস্থাপিত না করে তাঁকে যথার্থ পটভূমিকায় বিবৃত করেছিলেন।



হতোম প্যাঁচার নকশা।



Pradip Kumar Basak
pradipbasak.teacher@gmail.com
www.facebook.com/citihra2016



হতোম প্যাঁচার নকশা।	
সূচীসংখ্যা	
কাল	৪০
১৯০৬	৪০
১৯০৭	৪০
১৯০৮	৪০
১৯০৯	৪০
১৯১০	৪০
১৯১১	৪০
১৯১২	৪০
১৯১৩	৪০
১৯১৪	৪০
১৯১৫	৪০
১৯১৬	৪০
১৯১৭	৪০
১৯১৮	৪০
১৯১৯	৪০
১৯২০	৪০
১৯২১	৪০
১৯২২	৪০
১৯২৩	৪০
১৯২৪	৪০
১৯২৫	৪০
১৯২৬	৪০
১৯২৭	৪০
১৯২৮	৪০
১৯২৯	৪০
১৯৩০	৪০
১৯৩১	৪০
১৯৩২	৪০
১৯৩৩	৪০
১৯৩৪	৪০
১৯৩৫	৪০
১৯৩৬	৪০
১৯৩৭	৪০
১৯৩৮	৪০
১৯৩৯	৪০
১৯৪০	৪০
১৯৪১	৪০
১৯৪২	৪০
১৯৪৩	৪০
১৯৪৪	৪০
১৯৪৫	৪০
১৯৪৬	৪০
১৯৪৭	৪০
১৯৪৮	৪০
১৯৪৯	৪০
১৯৫০	৪০
১৯৫১	৪০
১৯৫২	৪০
১৯৫৩	৪০
১৯৫৪	৪০
১৯৫৫	৪০
১৯৫৬	৪০
১৯৫৭	৪০
১৯৫৮	৪০
১৯৫৯	৪০
১৯৬০	৪০
১৯৬১	৪০
১৯৬২	৪০
১৯৬৩	৪০
১৯৬৪	৪০
১৯৬৫	৪০
১৯৬৬	৪০
১৯৬৭	৪০
১৯৬৮	৪০
১৯৬৯	৪০
১৯৭০	৪০
১৯৭১	৪০
১৯৭২	৪০
১৯৭৩	৪০
১৯৭৪	৪০
১৯৭৫	৪০
১৯৭৬	৪০
১৯৭৭	৪০
১৯৭৮	৪০
১৯৭৯	৪০
১৯৮০	৪০
১৯৮১	৪০
১৯৮২	৪০
১৯৮৩	৪০
১৯৮৪	৪০
১৯৮৫	৪০
১৯৮৬	৪০
১৯৮৭	৪০
১৯৮৮	৪০
১৯৮৯	৪০
১৯৯০	৪০
১৯৯১	৪০
১৯৯২	৪০
১৯৯৩	৪০
১৯৯৪	৪০
১৯৯৫	৪০
১৯৯৬	৪০
১৯৯৭	৪০
১৯৯৮	৪০
১৯৯৯	৪০
২০০০	৪০
২০০১	৪০
২০০২	৪০
২০০৩	৪০
২০০৪	৪০
২০০৫	৪০
২০০৬	৪০
২০০৭	৪০
২০০৮	৪০
২০০৯	৪০
২০১০	৪০
২০১১	৪০
২০১২	৪০
২০১৩	৪০
২০১৪	৪০
২০১৫	৪০
২০১৬	৪০
২০১৭	৪০
২০১৮	৪০
২০১৯	৪০
২০২০	৪০
২০২১	৪০
২০২২	৪০
২০২৩	৪০
২০২৪	৪০
২০২৫	৪০
২০২৬	৪০
২০২৭	৪০
২০২৮	৪০
২০২৯	৪০
২০৩০	৪০
২০৩১	৪০
২০৩২	৪০
২০৩৩	৪০
২০৩৪	৪০
২০৩৫	৪০
২০৩৬	৪০
২০৩৭	৪০
২০৩৮	৪০
২০৩৯	৪০
২০৪০	৪০
২০৪১	৪০
২০৪২	৪০
২০৪৩	৪০
২০৪৪	৪০
২০৪৫	৪০
২০৪৬	৪০
২০৪৭	৪০
২০৪৮	৪০
২০৪৯	৪০
২০৫০	৪০
২০৫১	৪০
২০৫২	৪০
২০৫৩	৪০
২০৫৪	৪০
২০৫৫	৪০
২০৫৬	৪০
২০৫৭	৪০
২০৫৮	৪০
২০৫৯	৪০
২০৬০	৪০
২০৬১	৪০
২০৬২	৪০
২০৬৩	৪০
২০৬৪	৪০
২০৬৫	৪০
২০৬৬	৪০
২০৬৭	৪০
২০৬৮	৪০
২০৬৯	৪০
২০৭০	৪০
২০৭১	৪০
২০৭২	৪০
২০৭৩	৪০
২০৭৪	৪০
২০৭৫	৪০
২০৭৬	৪০
২০৭৭	৪০
২০৭৮	৪০
২০৭৯	৪০
২০৮০	৪০
২০৮১	৪০
২০৮২	৪০
২০৮৩	৪০
২০৮৪	৪০
২০৮৫	৪০
২০৮৬	৪০
২০৮৭	৪০
২০৮৮	৪০
২০৮৯	৪০
২০৯০	৪০
২০৯১	৪০
২০৯২	৪০
২০৯৩	৪০
২০৯৪	৪০
২০৯৫	৪০
২০৯৬	৪০
২০৯৭	৪০
২০৯৮	৪০
২০৯৯	৪০
২১০০	৪০

হতোমের নকশায় একদিকে চড়ক, রথ, দুর্গাপূজা, স্নানযাত্রা, ইত্যাদি পার্বণের উল্লেখ পাই। অন্যদিকে কলকাতার সমাজজীবনের অন্ধকার দিক যেমন গণিকা বিলাস, ভ্রূণ হত্যা, মাদকদ্রব্যের কারবার ইত্যাদিকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জাল প্রতাপাদিত্য, কুশ্চানি হজুগ, মিউটিনি, লঙ সাহেব ইত্যাদি ঘটনা স্থান পেয়েছে। বুজরুকি এবং ধাঙ্গাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন 'মহাপুরুষ', 'হোসেন খাঁ', 'ভূত না মানে'। তিনি হিন্দু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়ামি ভণ্ডামির কদর্য দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি উনিশ শতকে বাঙালীদের ইংরেজ তোষণকে তিনি নিন্দা করেছেন।



হুতোম প্যাঁচার নকশা।



Pradip Kumar Basak
pradipbasak.tencher@gmail.com
www.facebook.com/citihq2016



হুতোমের নকশা প্রকাশিত হবার পর দুটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অপার্ট-কুংসা সাহিত্যের প্রকাশ্য সমাজ থেকে নির্বাসন দ্বিতীয়ত 'জবাব' এবং 'পাল্টা জবাব' এর জোয়ার। অপার্ট, কুংসা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা হারানোর পেছনে অবশ্য কারণ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং অন্যান্য কারণ। হুতোমের নকশা বের হবার পর তার প্রত্যুত্তরে একাধিক 'জবাব' বের হয়েছিল যেমন- ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩ খ্রিঃ)। অন্যদিকে হুতোমের সমালোচনা করে টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র চুনিলাল মিত্র লেখেন 'কলকাতার লুকোচুরি'।



হুতোম প্যাঁচার নকশা।



উনিশ শতকে কলকাতার
'ভদ্রলোক' বা 'বাবু সম্প্রদায়' এর
মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন
অন্যতম চিত্তাকর্ষক চরিত্র। মাত্র
ত্রিশ বছরের জীবনে নানা
সৃষ্টিকর্ম, বর্ণময় ঘটনাবলী এবং
বিচিত্র বিতর্কের সাক্ষী ছিলেন
কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্ন
উনিশ শতকের বাঙালী সমাজকে
একদিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা
করেছেন অন্যদিকে নানা
স্ববিরোধকে তীব্র কষাঘাত
করেছেন।

সূত্র:

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ: মন্মথ নাথ ঘোষ।
সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা: অরুণ নাগ।
সাহিত্য সাধক চরিত্র মালা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দেশ পত্রিকা: বইমেলা সংখ্যা-২০১৬।

পুস্তক সহায়তা:

নীলাদ্রিশেখর দাসগুপ্ত
উৎপল মুখোপাধ্যায়।





સમાપ્ત।